বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের ১৮ নং আইন)

বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাহাদের জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর অনুকূলে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করতঃ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনিকাঠামো প্রদান ও একটি আস্থাশীল কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাহাদের জীবনমান- উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর অনুকূলে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করতঃ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনিকাঠামো প্রদান ও একটি আস্থাশীল কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অবকাঠামো" অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতের এমন কোন নূতন বা বিদ্যমান ভৌত বা অ-ভৌত পরিকাঠামো বা অবকাঠামো যাহার দ্বারা গণপণ্য বা গণসেবা বা উভয়ই সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(২)"অংশীদারিত্ব চুক্তি" বা "পিপিপি চুক্তি" অর্থ এই আইনের ধারা ২৩ এর অধীন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি;

(৩) "গণপণ্য" অর্থ এমন কোন পণ্য যাহা সর্বসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় খাতের অবকাঠামো হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত বা উৎসারিত বা সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৪) "গণসেবা" অর্থ এমন কোন সেবা যাহা সর্বসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত বা উৎসারিত বা সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৫) "চেয়ারপারসন" অর্থ বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারপারসন;

(৬) "চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ"অর্থ-

(ক) কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা তদধীন কোন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর, বা কর্পোরেশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থানীয় সরকার, বা অনুরূপ কোন সংস্থা; বা

(খ) পিপিপি কর্তৃপক্ষ, যেক্ষেত্রে পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব পিপিপি কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হয়;

(৭) "তহবিল" অর্থ এই আইনের ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত পিপিপি কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(৮)"নির্ধারিত" অর্থ প্রবিধান বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(৯) "নেগোসিয়েশন (negotiation)"" অর্থ ধারা ২১ এ বর্ণিত নেগোসিয়েশন;

(১১) "পিপিপি কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ";

(১১) "পিপিপি পকল্প" অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতের এমন কোন প্রকল্প যাহা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত;

(১২) "প্রকল্প" অর্থ এমন কোন কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচি বা উভয়ের সমষ্টি যাহার মাধ্যমে নিম্নরূপ পরিকল্পনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যথা:-

(ক) নূতন কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা পরিচালনা বা উভয় করিবার পরিকল্পনা;

(খ) বিদ্যমান কোন অবকাঠামো বিনির্মাণ করিবার পরিকল্পনা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত উভয় কর্মকাণ্ড করিবার পরিকল্পনা; বা

(ঘ) কোন অবকাঠামোর সুবিধার সহিত সংযুক্ত নহে এমন সকল পণ্য বা সেবা সরবরাহ;

(১৩)"প্রকল্প কোম্পানি" অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত কোন কোম্পানি, এবং উক্ত অর্থে বেসরকারি অংশীদারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) "প্রণোদনা" অর্থ পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার, সময় সময়, প্রদত্ত বা ঘোষিত কোন সাধারণ বা বিশেষ সুবিধা বা ভর্তুকি, এবং উক্ত অর্থে আর্থিক ও নীতিগত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" অর্থ পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(১৬) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন প্রবিধি;

(১৭) "বাস্তবায়ন" অর্থ পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

'(১৮) 'বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৯) "বিনির্মাণ" অর্থ বিদ্যমান অবকাঠামোর পুনঃনির্মাণ, পুনর্বাসন, আধুনিকায়ন, সংস্কার, সম্প্রসারণ, বর্ধিতকরণ, পরিবর্তন, বা পরিচালনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) "বিনিয়োগ" অর্থ অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক অর্থায়ন;

(২১) "বেসরকারি অংশীদার" অর্থ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত পিপিপি চুক্তির অপর পক্ষ; এবং উক্ত অর্থে প্রকল্প কোম্পানি বা উহার ইকুইটি সরবরাহকারী (equity provider) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২২) "বেসরকারি প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি বা যে কোন দেশি বা বিদেশি কোম্পানি, সমিতি, আইনগত স্বত্বা, ব্যক্তিসমষ্টি, কনসোশিয়াম (কনসোর্টিয়াম), ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট;

(২৩) "বোর্ড অব গভর্নরস" অর্থ পিপিপি কর্তৃপক্ষের বোর্ড অব গভর্নরস;

(২৪) "ভাইস-চেয়ারপারসন" অর্থ বোর্ড অব গভর্নরস এর ভাইস-চেয়ারপারসন;

(২৫) "মন্ত্রিসভা কমিটি" অর্থ Rules of Business, 1996 এর rule 18 এর অধীন গঠিত Cabinet Committee on Economic Affairs;

(২৬) "সদস্য" অর্থ বোর্ড অব গভর্নরস এর কোন সদস্য; এবং

(২৭) "সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব" বা "অংশীদারিত্ব" বা "পিপিপি" অর্থ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং কোন বেসরকারি অংশীদারের মধ্যে পিপিপি চুক্তিয় ব্যবস্থা যাহার অধীন উক্ত বেসরকারি অংশীদার-

(ক) সরকারি কোন কার্য সম্পাদনের বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি/দায়িত্ব গ্রহণ করে;

(খ) সরকারি কার্য সম্পাদন বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন সেবা প্রদানের বিনিময়ে-

(অ) সরকারি তহবিল হইতে কার্য বা সেবার মূল্য;

(আ) ব্যবহারকারী বা সেবাগ্রহণকারীর নিকট হইতে তৎকর্তৃক (বেসরকারি অংশীদার) আদায়কৃত মাশুল/লেভি বা ফি; বা

(ই) উক্ত কার্য বা সেবার মূল্য, মাশুল বা ফি গ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে মুনাফা লাভ করে; এবং

(গ) উক্ত পিপিপি চুক্তিয় ব্যবস্থার শর্তানুসারে কার্য সম্পাদন বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন সেবা প্রদানের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি গ্রহণ করে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পিপিপি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

পাবলিক পাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহা পিপিপি কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত হইবে।

(২) পিপিপি কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ, ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিপি কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইবে।

পিপিপি কর্তৃপক্ষের কার্যালয়, ইত্যাদি

৫। (১) পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) পিপিপি কর্তৃপক্ষ, উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বা বিদেশে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৬। পিপিপি কর্তৃপক্ষের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ড অব গভর্নরস এর উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উহার সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী বোর্ড অব গভর্নরস প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে পারিবে।

বোর্ড অব গভর্নরস

৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পিপিপি কর্তৃপক্ষের একটি বোর্ড অব গভর্নরস থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) প্রধানমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারপারসনও হইবেন;

(খ) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারপারসনও হইবেন;

(গ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন মন্ত্রী সদস্য;

(ঘ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী সদস্য;

(ঙ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ও চেয়ারম্যান, পিপিপি কর্তৃপক্ষ সদস্য-সচিব। (২) পিপিপি কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারপারসন এর পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নহেন এমন কোন মন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিকে বোর্ডের সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

বোর্ড অব গভর্নরস এর সভা, ইত্যাদি

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড অব গভর্নরস উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড অব গভর্নরস এর সভা চেয়ারপারসন বা চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে এবং বৎসরে অন্তত ৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে; তবে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় নথিতে অনুমোদন সাপেক্ষে মাসে এক বা একাধিক সভা আহবান ও পিপিপি সংশ্লিষ্ট যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) চেয়ারপারসন বোর্ড অব গভর্নরস এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বা সম্মতিতে ভাইস-চেয়ারপারসন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ।

(৪) বোর্ড অব গভর্নরস এর কোন কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত বোর্ড অব গভর্নরস এর কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড অব গভর্নরস গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বোর্ড অব গভর্নরস এর প্রত্যেক সভায়, বোর্ড অব গভর্নরসকে পিপিপি সংশ্লিষ্ট বিষয় সহ অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

পিপিপি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৯।(১) পিপিপি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) পিপিপি সম্পর্কিত নীতিমালা, প্রবিধি, নির্দেশনা, গাইডলাইন প্রণয়ন, অনুমোদন, গেজেটে প্রকাশ ও জারীকরণ;

(খ) পিপিপি প্রকল্পে সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ ও প্রণোদনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(গ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) পিপিপি প্রকল্প বাসত্মবায়নের সীমাবদ্ধতা বা জটিলতা নিরসন;